সংখ্যাঃ ১২

আল-ফিরদাউস সাপ্তাহিকী

৩য় সপ্তাহ, মার্চ ২০২০

আবারো ইসরাইলি ইহুদি সন্ত্রাসীদের হামলা-লুটপাট, গ্রেফতার ২১ ফিলিস্তিনি, আরো সাড়ে তিন হাজার ইহুদি বসতি নির্মাণের সিদ্ধান্ত

ফিলিস্তিনের দখলকৃত পশ্চিমতীরের বিভিন্ন এলাকায় হামলা-ভাংচুর ও লুটপাট চালিয়েছে ইহুদিবাদী ইসরাইলি সন্ত্রাসীরা। এসময় ২১ ফিলিস্তিনিকে গ্রেফতার করেছে সন্ত্রাসী এই দখলদার বাহিনী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে স্থানীয় পত্রিকা আর-রিসালা জানিয়েছে, আকস্মিক চালানো এ অভিযানে ইসরাইলি বাহিনী মুক্তিপ্রাপ্ত বন্দিদের বাড়ি-ঘরে হামলা-ভাংচুর ও লুটপাট করে। এসময় বাড়ি-ঘরে হানা দিয়ে প্রচুর অর্থও লুট করেছে তারা।

জানা যায়, গত বুধবার সকালে দখলদার বাহিনী জালাজৌন শিবির, বাইতুনিয়া ও রামাল্লার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। দখলদার বাহিনী এ অভিযানের মাধ্যমে ৫০ হাজার স্থানীয় মুদ্রা শেকেল হাতিয়ে নিয়েছে। এছাড়াও নষ্ট করেছে বাড়ি-ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র।

এর আগে গত শনিবার পশ্চিমতীরের বিভিন্ন এলাকায় ইহুদিবাদী ইসরাইলি সন্ত্রাসীদের গুলিতে অন্তত ২৬০ স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি আহত হয়েছেন।

ইসরাইলি বসতি নির্মাণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলে ওই হামলা চালায় ইহুদিবাদী সেনারা।

জানা গেছে সম্প্রতি ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু অধিকৃত কুদস শহরের পূর্বে নতুন করে সাড়ে তিন হাজার ইহুদি বসতি নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

২০১৬ সালের ২৩ ডিসেম্বরে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ২৩৩৪ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী অধিকৃত ফিলিস্তিনে শহর-উপশহর নির্মাণের সব ধরনের কার্যক্রম বন্ধ করার জন্য ইসরাইলের প্রতি জরুরি নির্দেশ জারি করা হয়। তবুও দখলদার ইসরাইল সেই নির্দেশ অমান্য করে ফিলিস্তিনিদের ভূমি জবর-দখল করে একের পর এক ইহুদি বসতি নির্মাণ করেই যাচ্ছে।

মায়ানমার

মিয়ানমারের সন্ত্রাসী পুলিশ বাহিনী কর্তৃত শিশু ও নারীসহ ১৫ রোহিঙ্গা মুসলিম গ্রেফতার, অত্যাচারিত মুসলিমদের ২ বছর কারাদণ্ড

গণহত্যা, অত্যাচার, নির্যাতন ও ধর্ষণ থেকে বাঁচতে নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদ্বাস্ত হিসেবে আশ্রয় নেয় রোহিঙ্গা মুসলমানরা। যার মধ্যে রোহিঙ্গা মুসলমানদের বড় একটা অংশ আশ্রয় নিচ্ছেন প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশে।

কিন্তু মিয়ানমারের রাখাইন ও আরাকানে প্রদেশে এখনো থেকে গিয়েছেন কিছু কিছু মুসলিম। যাদের অনেকেই এখন নানা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন বলে জানিয়েছে "রেডিও ফ্রী এশিয়া " নামে একটি বার্তাসংস্থা।

জানা যায় ৮ জন পুরুষ ৭ জন নারী ও এক শিশুসহ গত ৬ মার্চ ১৬ জনের মতো একটি দল মিয়ানমার ছেড়ে মালয়েশিয়াতে যাবার সময় মায়ানমার পুলিশ আটক করে তাদের। এরপর অন্যায়ভাবে প্রত্যেককে ২ বছর করে কারাদন্ড দেয় সন্ত্রাসী এই বাহিনী।

অভিবাসন কর্মকর্তা অং পাই পাই সো জানায়, এসকল মুসলমানদের মিয়ানমারের মধ্য ম্যাগওয়ে অঞ্চলের মিনহলা এলাকায় একটি আদালতে দোষী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া হয়।

আট জন পুরুষ এবং সাতজন মুসলিম মহিলাকে মিয়ানমারের অভিবাসন আইনের ৬(৩) ধারার অধীনে স্থানীয় আদালতে দণ্ডিত করে তাৎক্ষণিকভাবে থাইয়েট কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ছয় বছর বয়সী শিশুটিকেও পিতা মাতা থেকে আলাদা করে রাখা হচ্ছে ম্যাগওয়ে চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে।

চীন

উইঘুর মুসলিম বন্দী শিবিরে করোনা ভাইরাসের উচ্চ ঝুঁকি, কথা নেই কথিত মানবাধিকার সংগঠনের

করোনাভাইরাস প্রাদুর্ভাবে কেবল চীনেই সংক্রামিত হয়েছে প্রায় ১,১১,৫০০ জন এবং মারা গেছে ৩,০০০ এরও অধিক চীনা নাগরিক। আর, এই ভাইরাসের কারণে চীনের মুসলিম বিরোধী কমিউনিস্ট সরকারের বর্বরতার শিকার উইঘুর মুসলিমদের পরিস্থিতি বর্তমানে অনেক বেশি বিপজ্জনক বলে খবর প্রকাশ করেছে "মিডল ইস্ট মনিট

জনসমাগম থেকে ভাইরাসটি সংক্রমিত হওয়ার ভয়ে অফিস-আদালত,স্কুল-কলেজ, রাস্তাঘাট, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি বন্ধ থাকলেও জিনজিয়াং প্রদেশের মুসলিম বন্দী শিবিরগুলোতে বাস্তবতা একটু ভিন্ন।

প্রায় ত্রিশ মিলিয়ন এইসব বন্দী মুসলিমদের করোনা থেকে বাঁচাতে কোনো ধরণের চেষ্টাই করছে না বিশ্ব সন্ত্রাসী চীনা কমিউনিস্ট সরকার।ভাইরাস থেকে বাঁচতে অনেকে জেলে বন্দী কয়েদিদের সাময়িক মুক্তি দিলেও মুসলিম বন্দী শিবিরে কুখ্যাত কমিউনিস্ট সরকার নিচ্ছে না কোন পদক্ষেপ। তাই এতো মানুষ একত্রে থাকার কারণে রয়ে গেছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হবার উচ্চ ঝুঁকি।

চীনের উইঘুর মুসলমানদের গণহত্যার বিষয়ে গোটা বিশ্ব নীরব ও বধির। প্রভাবশালী এবং শক্তিশালী আরব রাষ্ট্রগুলো উইঘুর মুসলিম নির্যাতন ও গণহত্যা কেমন যেন উপভোগ করছে। উইঘুর শরণার্থী এবং আশ্রয়প্রার্থীদের কাছ থেকে কল্পনাতীত নির্যাতনের কথা জাতিসংঘে নথিভুক্ত রয়েছে। অথচ এখনো চীনের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থাই কার্যকর হয়নি। তাই উইঘুর মুসলিমদের এ অবস্থায় মুসলিম বিশ্বের উচিত চীনকে তাদের অপরাধের জন্য শাস্তির মুখোমুখি করা এবং উইঘুর মুসলিম বন্দী শিবিরের বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করা।

ভারত

বৃদ্ধা নারীকে রডের ছ্যাঁকা দিয়ে বর্বরতা হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সন্ত্রাসীর, শাহীন বাগের হামলাকারী হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসীকে মুক্ত করে দিল ভারতীয় কুফরি আদালত

মুশরিক ভারতীয়দের মুখোশের আড়ালের চেহারা বিশ্ববাসীর কাছে দ্রুতই উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে। কথিত মানবাধিকারের বুলি উড়ানো এসকল হিন্দু মালাউনেরা যে কতটা নিকৃষ্ট তা আজ সকলের কাছে সূর্যের মতো পরিস্কার।

এবার ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক লোধাশবর সম্প্রদায়ের বৃদ্ধার ওপর গরম লোহার রড নিয়ে বর্বরতা চালিয়েছে উগ্র হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসী বিজেপি নেতা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ঝাড়গ্রাম জেলার সাঁকরাইলের খুদমরাই অঞ্চলের জেলাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এই ঘটনা। সারা শরীরে গরম লোহার রডের ছ্যাঁকা আর মারধরের আঘাত নিয়ে সাঁকরাইলের ভাঙাগড় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি আছেন ওই বৃদ্ধা। অত্যাচারিত ওই বৃদ্ধার নাম চম্পা আড়ি। তার বাড়ি ওই থানার বাগমারি গ্রামে।

ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটে রবিবার (৮ মার্চ) বিকেলে । বৃদ্ধা মহিলাটি বাড়িতে একাই থাকেন। আর লাগোয়া গ্রাম ভালুকিশোলে বসবাস করে বিজেপি-র খুদমরাই অঞ্চল কমিটির নেতা রবীন্দ্র হাঁসদা এবং তার পরিবার।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার বিকেলে রবীন্দ্র ও তার দলবল চম্পাদেবীকে তাঁর বাড়ি থেকে টেনে-হিঁচড়ে পাশের গ্রাম ভালুকিশোলে রবীন্দ্রর বাড়িতে নিয়ে যায়। অভিযোগ করা হয়েছে যে এরপর রবীন্দ্র-সহ ৫-৬ জন মিলে বৃদ্ধাকে প্রথমে প্রচণ্ড মারধর করে। এরপর চলে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গরম রডের ছ্যাঁকা। গরম রডের ছ্যাঁকায় হাত, পা-সহ বিভিন্ন জায়গার চামড়া পুড়ে উঠে গেছে এই বৃদ্ধার। এরপর অত্যাচার চালানোর পর ওই বৃদ্ধাকে তাঁর ঘরে পৌঁছে দেয় অভিযুক্তরা। ব্যথা, যন্ত্রণা আর অপমানের জ্বালা নিয়ে নিজের ঘরে ডুকরে ডুকরে কাঁদেন চম্পা আড়ি।

অন্যদিকে গত ১ ফেব্রুয়ারি দিল্লির শাহিনবাগে গুলি চালানোর পর ক্যামেরার সামনে বুক ফুলিয়ে 'জয় শ্রীরাম' বলে মুসলমানদের উপর গুলি চালিয়েছিল কপিল গুজ্জর নামে এক হিন্দু সন্ত্রাসী। মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড চালালেও সেই হিন্দু সন্ত্রাসীকে জামিনে ছেড়ে দিয়েছে দিল্লির এক কুফরী আদালত। দিল্লির শাহীন বাগে কথিত নয়া নাগরিকত্ব আইন, সিএএ-বিরোধী সমাবেশে মুসলিমদের উপর গুলি চালিয়ে খবরের শিরোনামে আসে এই হিন্দু সন্ত্রাসী।

আফগানিস্তান

আফগানিস্তানে ইসলামি ইমারতের বিজয়ের পর মুরতাদ বাহিনীর উপর মুজাহিদগণের হামলা অব্যাহত, কাবুল বাহিনীর হাস্যকর নির্বাচনে বিনোদিত হলো সবাই

খোরাসানের বরকতময়ী পবিত্র জিহাদের ভূমিতে ইমারতে ইসলামিয়ার বিজয়ী জানবায তালেবান মুজাহিদিন গত সপ্তাহে আফগানিস্তান জুড়ে ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ১৮৯ এরও অধিক সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আলহামদুলিল্লাহ্, মহান আল্লাহ তা'আলার সাহায্য ও অনুগ্রহে মুজাহিদগণ এসকল অভিযানের মাধ্যমে ৫৩২ এরও অধিক সৈন্যকে হত্যা করতে সক্ষম হন এবং আহত করেন আরো ৪১৫ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্যকে। এছাড়াও মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে ২৯টি চেকপোস্ট ও ৩টি এলাকা বিজয় করা সহ গনিমত লাভ করেন ট্যাঙ্ক, হ্যাম্বি, রেঞ্জার গাড়িসহ বিভিন্ন ধরণের ৩৭টি সামরিকযান। এছাড়াও ৮৯ টিরও অধিক ক্লাশিনকোভ ও বিভিন্ন ধরণের অত্যাধুনিক যুদ্ধাস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামাদি।

এদিকে আফগান পুতুল সরকারের সামরিক বাহিনী ত্যাগ করে ৪৭ আফগান সৈন্য তালেবান মুজাহিদদের সাথে এসে মিলিত হন। এছাড়াও আরো ৩৩ আফগান সৈন্য যুদ্ধের ময়দানে তালেবান মুজাহিদদের হাতে বন্দী হয়। অন্যদিকে প্রতিদিনই আফগান বাহিনী হতে অনেক সৈন্য নিজেদের জীবন বাচাতে চাকরি ছেড়ে পলায়ন করছে।সর্বশেষ চলতি মাসেই নাটকীয় এক ইতাহাস রচনা করল আমারিকার হাতের দুই পুতুল ঘানি ও আব্দুল্লাহ যারা গত বছর ভোটার বিহীন একটি কুফরি গণতান্ত্রিক নির্বাচনের আয়োজন করে। যেই নির্বাচনকে বয়কট করে আফগান মুসলিমরা। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম জানায় যে, উক্ত নির্বাচনে আফগানের মোট জনসংখ্যার ১৯-২০% লোক তাতে অংশগ্রহণ করেছিল, যদিও বাস্তবতা হচ্ছে এই সংখ্যা ছিল আরো অনেক কম।

কেননা রাজধানী কাবুল ও কয়েকটি প্রাদেশিক রাজধানীর ভোট কেন্দ্রগুলো ছাড়া কেন্দ্রগুলো ছিল মানুষ শূণ্য। আর এমন একটি হাস্যকর নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের কয়েক মাস পর গত সপ্তাহে ঘানি ও আব্দুল্লাহ উভয়ই নিজেদেরকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা করে এবং প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ গ্রহণ করে। এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর দালাল আশরাফ ঘাসের নি তালেবান ও আমেরিকার সাথে হওয়া চুক্তিতে বন্দী মুক্তির ধারাটিতে থাকা কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদদের মুক্ত করার ঘোষণা পত্রে সই করে।

প্রথমদিকে কারাবন্দী তালেবান মুজাহিদদের মুক্তি দিতে না চাইলেও, ক্রমাগত তালেবান মুজাহিদদের তীব্র অভিযানের চাপের মুখে তালিবানদের নিকট নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় আফগান পুতুল সরকার। গত ২ মার্চ গণি প্রকাশ্যে বলেছিল, মার্কিন-তালিবান চুক্তিতে বন্দি বিনিময়ের যে ধারাটি রয়েছে, সে সম্পর্কে সে কোনও প্রতিশ্রুতি দেবে না, আর তা মানাও নাকি সম্ভব নয় তার পক্ষে। ফলে তালিবান মুজাহিদিনরাও মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে কঠোরনীতি গ্রহণ করেন। তালেবানদের পক্ষহতে পরিষ্কার বলে দেওয়া হয়, ৫ হাজার বন্দিকে মুক্তি না দেয়া পর্যন্ত তারা আফগান সরকারের সঙ্গে আলোচনায় যোগ দেবে না। অবশেষে বাধ্য হয়ে কারাবন্দি তালিবান মুজাহিদদের মুক্তি দেয়ার কথা ঘোষণাও করল ক্রুসেডার আমেরিকার গোলাম আফগান পুতুল সরকার। গত সোমবার আশরাফ গনি এই ঘোষণা দেয় যে, 'কোন প্রক্রিয়ায় তালিবান বন্দিদের মুক্তি দেয়া হবে তা চূড়ান্ত হয়েছে।'ক্রুসেডার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হলেও, ক্রুসেডারদের গোলাম আফগান পুতুল সরকারি বাহিনীর উপর হামলা বন্ধ করতে নারাজ তালিবান মুজাহিদিন। এদিকে দোহায় ইমারতে ইসলামিয়ার রাজনৈতিক কার্যালয়ের মুখপাত্র মুহতারাম সোহাইল শাহিন হাফিজাহুল্লাহ্ জানান যে, আমরা আমেরিকানদের হাতে ৫০০০ কারান্দীর তালিকা হস্তান্তর করেছিলাম, আর এই তালিকাতে কেউ কোন পরিবর্তন আনতে পারবেনা। আফগান পুতুল সরকার কাকে কি কারণে মুক্ত করল সেটা আমাদের দেখার বিষয়না। তবে কারাবন্দী মুজাহিদদের তালিকা অনুযায়ী মুক্তি দিতে হবে। আর আমাদের দায়িত্বশীলদের উচিত তালিকাটি দেখে দেখে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া।

শামে কুফফারদের বিরুদ্ধে মুজাহিদগণের তীব্র লড়াই, মুজাহিদগণের হামলায় হতাহত শতাধিক কুফফার

সিরিয়া

হক ও বাতিলের চুড়ান্ত লড়াই ক্ষেত্র শামে চলছে তীব্র লড়াই, এটি এক বিচিত্র যুদ্ধ ক্ষেত্র, যেখানে একত্রিত হয়েছে দুনিয়ার তথাকথিত সুপারপাওয়ার দাবিদাররা, তারা যেকোন মূল্যে এই লড়াইয়ে রহমানের বাহিনীকে পরাজিত করতে চায়। কিন্তু রহমানের (মুজাহিদ) বাহিনীর জানবায শাবকরাও টলে যাওয়ার লোক নয়, তারাও মহান রবের উপর ভরসা রেখে তাঁরই সাহায্য ও অনুগ্রহে সম্মিলিত কুফফার জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত সপ্তাহে শামে আল-কায়েদার নেতৃত্বাধীন (ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন) অপারেশন রুমের জানবায মুজাহিদগণ দখলদার কুফফার রাশিয়া-ইরান ও কুখ্যাত নুসাইরী মুরতাদ শিয়া জোট বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৭টি অভিযান ও ৬ টি স্নাইপার হামলা পরিচালনা করেছেন। যাতে শাতাধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য হতাহতের শিকার হয়। এছাড়াও তানযিম হুররাস আদ-দ্বীন (অপারেশন ওয়া হাররিদীল মু'মিনীন), তাহরিরুশ শাম, আনসারুত তাওহীদ ও অন্যান্য হকপন্থি মুজাহিদ গ্রুপগুলোর সম্মিলিত হামলায় হতাহত হয় আরো কয়েক শতাধিক কুফফার ও মুরতাদ সৈন্য।

আফ্রিকায় ক্রুসেডার ও কুফফারদের বিরুদ্ধে আল কায়েদা মুজাহিদগণের ২৩ টি অসাধারণ হামলা, দূর্দান্তভাবে নতুন এলাকা বিজয় করে নিলেন মুজাহিদগণ

পূর্ব আফ্রিকা

পূর্ব আফ্রিকার দেশ সোমালিয়াতেও পবিত্র জিহাদের বরকতে একের পর এক তামকিন অর্জন করছেন মুজাহিদগণ। যেখানে কুফরি আইনের পরিবর্তে আসমান ও জমীনের অধিপতি এক আল্লাহর বিধান দ্বারা আল্লাহর জমীনে বসাবসরত মুসলিমদেরকে পরিচালনা করা হয়।এই বরকতময়ী জিহাদের ভূমিতে গত সপ্তাহ জুড়ে আল-কায়েদা শাখা হারাকাতুশ শাবাব আল-মুজাহিদিন, ক্রুসেডার আফ্রিকান জোট ও সোমালিয় মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে ২২টি সফল অপারেশন পরিচালনা করেন। শাহাদা নিউজের তথ্যমতে মুজাহিদদের পরিচালিত উক্ত অভিযানগুলোর মাত্র ৮টিতেই ১ গোয়েন্দা ও ৪ উচ্চপদস্থ কমান্ডারসহ ৩২ এরও অধিক কুফ্ফার সৈন্য নিহত হয়। আহত হয় আরো ২১ এরও অধিক মুরতাদ সৈন্য।

এসকল অভিযানের সময় মুজাহিদগণ কুফ্ফার ও মুরতাদ বাহিনীর ৪টি সামরিকযান ধ্বংস করার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জামাদি গনিমত লাভ করেন। এদিকে প্রতিবেশি দেশ কেনিয়াতেও দেশটির ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধ গত সপ্তাহে মুজাহিদগণ ২টি অভিযান পরিচালনা করেন, যার একটিতে নিহত হয় ৬ ক্রুসেডার সৈন্য, আহত হয় আরো ৩ ক্রুসেডার। সবচাইতে খুশির সংবাদ হচ্ছে অন্য অভিযানটির মাধ্যমে হারাকাতুশ শাবাব মুজাহিদগণ সোমালিয়া ও কেনিয়ার সীমান্তবর্তী দাইফ শহর বিজয় করেন। এর মধ্য দিয়ে কেনিয়ার আরো একটি শহর তাওহিদী কালিমার ছায়াতলে বিজয় ও শান্তির সুবাতাস পেল।

Visit with Tor browser

ভিজিট করুন- DawahIlallah.com

ভিজিট করুন- Alfirdaws.org

ভিজিট করুন- Gazwah.net

পশ্চিম আফ্রিকা

তাওহিদী কালিমার ঝান্ডা এখন আর কোন অঞ্চল বা দেশ কিংবা কোন মহাদেশেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখন তা ছড়িয়ে পড়েছে দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। বিজয় করছেন তারা শহরের পর শহর, কোথাও বা রাজধানী অভিমুখে তারা তাওহিদীর ঝান্ডাকে উড্ডিন করে সম্মুখপানে ছুটে চলছেন। যার ধারাবাহিকতায় গত সপ্তাহে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালি ও বুর্কিনা-ফাসোতে দখলদার ক্রুসেডার ফ্রান্সের সন্ত্রাসী বাহিনী ও স্বদেশীয় ক্রুসেডারদের গোলাম মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কটি সফল অভিযান চালিয়েছেন আল-কায়েদা শাখা জামা'আত নুসরাতুল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন এর জানবায মুজাহিদিন। যেমন গত সপ্তাহে (JNIM) এর জানবায আল্লাহ্ ভীরু একদল মুজাহিদিন মালির "কাইদালী" অঞ্চলে দখলদার ফ্রান্সের ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেছেন।

আয-যাল্লাকা মিডিয়া কর্তৃক প্রকাশিত সংবাদ হতে জানা যায় যে, দখলদার ফ্রান্সের ক্রুসেডার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের পরিচালিত সফল হামলায় কতক সৈন্য হতাহত হয়। এসময় মুজাহিদদের শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণে পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায় ক্রুসেডার বাহিনীর একটি ইউনিটকে বহনকারী ১টি সামরিকযান। আলহামদুলিল্লাহ, মুজাহিদদের উক্ত সফল বোমা হামলায় সামরিকযানে থাকা সকল ক্রুসেডারের নিহত হওয়ার কথা নিশ্চিত করেছেন মুজাহিদিন। এমনিভাবে মালির "মোপ্টি" রাজ্যে অবস্থিত দেশটির মুরতাদ বাহিনীর বিরুদ্ধে অন্য একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। রহমান ও শয়তানের বাহিনীর মধ্যে তীব্র লড়াইয়ের পর রহমানের বাহিনী (মুজাহিদ) তাঁর সাহায্য ও অনুগ্রহে শয়তানের বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করেন।এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুজাহিদগণ মুরতাদ বাহিনী হতে উক্ত ঘাঁটি ও তার আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন।

এসময় মুজাহিদদের হামলায় মুরতাদ (শয়তানের) বাহিনীর ১০ এরও অধিক সৈন্য নিহত হয়। বাকি সৈন্যরা ঘাঁটি ছেড়ে পলায়ন করে। আল্লাহর রহমতে মুজাহিদ ভাইরা নিম্ন লিখিত গনিমতগুলি উক্ত সামরিক ঘাঁটি হতে সংগ্রহ করেন। ৬ টি গাড়ি, ২ টি অত্যাধুনিক মেশিন গান , ২ টি মিডিয়াম মেশিন গান(পিকে), ১৫ টি লাইট মেশিন গান (ক্লাশিনকোভ) সহ প্রচুরপরিমাণ যুদ্ধাস্ত্র ও অনেক গোলাবারুদ। উক্ত অভিযান সম্পর্কে JNIM এর পক্ষহতে প্রকাশিত এক বার্তায় বলা হয়, এই সফল ও বরকতময়ী অভিযান আমাদের নির্যাতিত উম্মাহর সাহায্যার্থে এবং মালির সৈন্যবাহিনী দ্বারা ১৫ জন নিরপরাধ নাগরিক কে হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে পরিচালনা করা হয়েছে। একইভাবে মিনোসুমা দখলদার ক্রুসেডার বাহিনীর বিরুদ্ধেও মালির ফাউ রাজ্যের "টিন তাফগত" অঞ্চলের আনসঙ্গওয়া মিনকা শহরের সাথে সংযোগকারী সড়কে মালির মুরতাদ বাহিনী ও ক্রুসেডার মিনোসুমা জোট বাহিনীকে টার্গেট করে একটি সফল অভিযান পরিচালনা করেন মুজাহিদগণ। আলহামদুলিল্লাহ মুজাহিদদের সফল হামলায় কুফ্ফার বাহিনীর ১টি গাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়।

এসময় গাড়িতে থাকা সকল কুফ্ফার সৈন্য হতাহত হয়। এদিকে বুরকিনা ফাসোর মুরতাদ বাহিনির একটি কাফেলাকে টার্গেট করে হামলা চালান মুজাহিদগণ, পাশাপশি মুরতাদ বাহিনীর সামরিকযান লক্ষ্য করে দুটি ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ করেন মুজাহিদগণ, এসময় মুজাহিদদের ল্যান্ডমাইনই দুটি সফলভাবে বিস্ফোরিত হয়। যার ফলে মুরতাদ বাহিনীর একটি ট্যাঙ্ক ও গাড়ি পরিপূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এতে গাড়ি ও ট্যাঙ্কের ভিতর থাকা বুর্কিনা ফাসোর সকল সৈন্য নিহত ও আহত হয়।